গঠনতন্ত্র

ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক, ইন্‌ক
Yellow Society New York, Inc.

এক নজরে কোন পাতায় কি

অনুচ্ছেদ ১: সংগঠনের নাম	পৃষ্ঠা-১
অনুচ্ছেদ-২: সংগঠনের কার্যালয় -	পৃষ্ঠা-১
অনুচ্ছেদ-৩: সংগঠনের ব্যপ্তি	পৃষ্ঠা-১
অনুচ্ছেদ-৪: সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	পৃষ্ঠা-২
অনুচ্ছেদ-৫: সক্রিয় সদস্য	পৃষ্ঠা-২
অনুচ্ছেদ-৬: কার্য নির্বাহী পরিষদ এর কার্যক্রম	পৃষ্ঠা-৯
অনুচ্ছেদ-৭: কার্য নির্বাহী পরিষদ এর সভা	পৃষ্ঠা-১৪
কমিটির সাধারন সভা	পৃষ্ঠা-১৫
অনুচ্ছেদ-৮: সংগঠনের তহবিল	পৃষ্ঠা-১৭
অনুচ্ছেদ-৯: সংগঠনের অডিট কমিটি	পৃষ্ঠা-১৮
অনুচ্ছেদ-১০: সংগঠনের নির্বাচন	পৃষ্ঠা-১৯
অনুচ্ছেদ-১১: সংগঠনের অনুদান	পৃষ্ঠা-২৩
অনুচ্ছেদ-১২: সংগঠনের বিলুপ্তি	পৃষ্ঠা-২৪

ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইন্‌ক

গঠনতন্ত্র

অনুচ্ছেদ-১ঃ নাম

ধারাঃ ১

এই সংগঠন ‘ইয়েলো সোসাইটি নিউইয়র্ক ইন্‌ক’ নামে একটি অরাজনৈতিক ও অলাভজনক সংগঠন হিসাবে পরিচিতি হবে ।

অনুচ্ছেদ-২ঃ কার্যালয়

ধারাঃ ১

সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয় বর্তমান সভাপতির ঠিকানায় অবস্থিত হবে ।

ধারাঃ ২

সংগঠনের সমস্ত দাপ্তরিক চিঠিপত্র সংগঠনের পিও বক্স এর মাধ্যমে আদান প্রদান করা হবে ।

অনুচ্ছেদ-৩ঃ ব্যপ্তি

ধারাঃ ১

সংগঠনের ব্যপ্তি শুধুমাত্র সামাজিক কার্যক্রম এবং আর্ত মানবতার সেবার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ।

অনুচ্ছেদ-৪: উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ধারাঃ ১

সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সমঝোতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঝে মাঝে বিভিন্ন সামাজিক বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান এবং ভ্রমণমূলক কর্মসূচী গ্রহন করা ।

ধারা-২:

যে কোন সদস্যের দুঃসময়ে এগিয়ে আসা ।

ধারা-৩:

সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠন করা ।

অনুচ্ছেদ-৫: সদস্য

ধারা-১: যোগ্যতা

ক) (সংশোধিত-২০১৮) নিউইয়র্ক শহরে বসবাসরত যে কোন সক্রিয় বাংলাদেশী বংশদ্ভোত টি.এল.সি অনুমোদিত লাইসেন্সধারী নন্যুতম দুই (২) বছর যাবত ট্যাক্সি চালনা পেশায় সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত যে কেউ এই সংগঠনের নিয়মাবলী মেনে চলার শর্তে বছরের যে কোন সময় এই সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন ।

খ) সদস্যপদ গ্রহন করার প্রাক্কালে অবশ্যই তাহাকে শারিরিক সুস্বাস্থ্তার সনদ পত্র দাখিল করতে হবে এবং বয়স ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) এর নীচে হতে হবে ।

গ) (সংশোধিত-২০১৮) সদস্যপদ গ্রহনের রেজিষ্ট্রেশন ফি ৪০০ (চারশত) ডলার যা সার্টিফাইড চেক বা মানি অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদান করতে হবে ।

ধারা-২: চাঁদা

ক) আজীবন সদস্যঃ

আজীবন সদস্যদের মাসিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না কিন্তু মৃত্যু ও পঙ্গু জনিত নির্দিষ্ট অনুদান প্রদান করতে হবে। আজীবন সদস্য বলতে যে সকল সদস্য ১ম ১০ বছর ১০ ডলার এবং পরবর্তী ১৫ বছর ৫ ডলার হিসাবে মোট ২৫ বছর মাসিক চাঁদা নিয়মিত ভাবে প্রদান করেছে তাদেরকে বুঝাবে।

খ) সিনিয়র সদস্যঃ

প্রত্যেক সিনিয়র সদস্য প্রতি মাসে ৫ (পাঁচ) ডলার করে চাঁদা পরিশোধ করবেন। (সিনিয়র সদস্য বলতে যাদের সদস্য দের মেয়াদ ১০ বৎসর পূর্ণ হয়েছে তাহাদেরকে বুঝাবে)।

গ) নিয়মিত সদস্য :

প্রত্যেক নিয়মিত সদস্য প্রতি মাসে ১০ (দশ) ডলার করে চাঁদা পরিশোধ করবেন।

ঘ) বিয়োজিত (২০১৬ সাল)।

(ঙ) পঙ্গু সদস্য সংশোধিত (২০১৬ সাল):

যারা নিউইয়র্ক স্টেট কর্তৃক পঙ্গু (ডিসএবল) সনদপ্রাপ্ত তারা স্থায়ীভাবে পঙ্গু সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। বৈধ কাগজপত্রের

অভাবে যাদের নিউইয়র্ক স্টেট পঙ্গু ডিসএবেল সনদপত্র সংগ্রহ করা সম্ভব নয় তাদের জন্য নির্বাহী কমিটির ১জন এবং সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে ২ জনকে নিয়ে ৩ সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে। কমিশনের সঠিক রিপোর্টের ভিত্তিতে বৈধ কাগজপত্রহীন সদস্যদের পঙ্গু অনুদান প্রদান করতে পারবেন এবং পরবর্তীতে তারা স্থায়ী পঙ্গু সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। তার মৃত্যুর পর অনাদায়ী মৃত্যু ও পঙ্গু অনুদান কেটে রেখে বাকী অর্থ তার নমিনিকে প্রদান করতে হবে।

ধারা-৩: অধিকার

ক) সকল সক্রিয় সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন ।

খ) সংশোধিত (২০১৬ সাল): সদস্যপদের মেয়াদ নূন্যতম ২ (দুই) বৎসর উত্তীর্ণ হওয়ার সাপেক্ষে তিনি কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য যে কোন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য হবেন।

গ) সকল সদস্য সংগঠনের পক্ষ থেকে যাবতীয় বিজ্ঞপ্তি ও প্রকাশনা পাবার অধিকার হবেন।

ঘ) সংগঠন পরিপন্থি কার্যকলাপের অভিযোগে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সদস্যপদ বাতিল হলে, পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভার পূর্ব পর্যন্ত মৃত্যুজনিত অনুদান পাবেন ।

ব্যাখ্যা (২০১৬ সাল):

সংগঠনকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যে কোন আপত্তিজনক মন্তব্য, নির্বাহী কমিটি, উপ কমিটি, অডিট কমিটি এবং নির্বাচন কমিশনের যে কোন কার্যকলাপে অসন্তোষ্ট হয়ে উপরোল্লিখিত কর্মকর্তাদের প্রতি সরাসরি অথবা সাধারণ সদস্যদের সম্মুখে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার, সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করে সমালোচনা, কুৎসা রটানো, শুধুমাত্র সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে বিনা প্ররোচনায় যে কোন সদস্যকে অপদস্ত অথবা ব্যক্তিগত আক্রমন করলে সংগঠন বিরোধী কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হবে ।

ঙ) সংগঠনের বাইরের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের জন্য কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে না ।

ব্যাখ্যা (২০১৬সাল):

'সংগঠনের বাহির' বলিতে বুঝায় যে কোন ব্যক্তিগত লেনদেন, পারিবারিক দ্বন্দ্ব, অন্য যে কোন লাভজনক কর্পোরেশনের ব্যবসা নিয়ে দ্বন্দ্ব, সমিতি নিয়ে দ্বন্দ্ব, গাড়ী চালনা নিয়ে পার্টনারশীপের দ্বন্দ্ব এবং যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে দ্বন্দ্ব, সংগঠনের বাহিরের কর্মকান্ড হিসাবে বিবেচিত হবে ।

চ) সংশোধিত হয়ে নূতন উপধারা 'ঝ' (২০১৬ সাল) ।

ছ) বকেয়া চাঁদার কারণে স্থগিতকৃত সদস্য তার সদস্যপদ পূর্নবহাল করতে হলে ২০০ (দুইশত) ডলার ফি এবং সমুদয় বকেয়া পাওনা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদ বরাবর ১ (এক) বছরের

মধ্যে লিখিত আবেদন করতে হবে। তাহাদেরকে অবশ্যই শারীরিক সুস্বাস্থ্যতার সনদপত্র (পূর্ণাঙ্গ কার্ডিওলজিষ্ট এবং ব্লাড টেস্টের রিপোর্ট) দাখিল করতে হবে। অবশ্যই বর্তমান বৈধ ডিএমভি এবং হ্যাক লাইসেন্সের অনুলিপি সংযুক্ত করতে হবে।

জ) যে সমস্ত সিনিয়র সদস্য বৈধ কাগজপত্রের কারণে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন তাদের মাসিক চাঁদা এবং অনুদান (মৃত্যু ও পঙ্গু) প্রদান করতে হবে না। মৃত্যুবরণকারী সদস্যের অনাদায়ী অনুদান (মৃত্যু ও পঙ্গু) কেটে রেখে বাকী অর্থ তার পরিবারকে প্রদান করা হবে ।

অনুচ্ছেদ (৫) সদস্য

ধারা (৩) অধিকার

(জ) এর ধারা ২০২২ বার্ষিক সাধারণ সভায় সধারণ সদস্যেদের ভোটের রায়ে বাতিল করা হইল। (জ) এর ধারা বিয়োজন হইল এবং (জ) এর নতুন ধারা (ক) ও (খ) সংযোজন করা হইল।

(ক) যে সকল নিয়মিত সিনিয়র সদস্য আমেরিকায় বসবাসের বৈধ কাগজপত্রের অভাবে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছেন ঐ সকল সদস্যের জন্য মাসিক চাঁদা সম্পূর্নভাবে সবসময়ের জন্য মওকুফ করা হইল।

(খ) যে সকল নিয়মিত সিনিয়র সদস্য আমেরিকায় বসবাসের বৈধ কাগজপত্রের অভাবে বাংলাদেশে বসবাস করছেন ঐ সকল সদস্য যাহারা বিগত দিনের পঙ্গু ও মৃতের অনুদান পরিশোধ করেন নাই

তাদেরকে নিয়মিত সদস্যদের মত সকল বকেয়া এবং পরবর্তী যেকোনো অনুদান ২০২৩ ডিসেম্বরের ৩১ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে সদস্য পদ বহাল রাখতে হবে। অন্যথায় নির্ধারিত সময় অতিক্রম করলে তার সদস্য পদ আপনা আপনি বাতিল হইয়া যাইবে।

(ঝ) সংশোধনী (২০১৬ সাল):

নিয়মিত সদস্যদের বৎসরে দুই দফায় মাসিক চাঁদা পরিশোধ করতে হবে। জানুয়ারী ১ হতে জুন ৩০ এবং জুলাই ১ হতে ডিসেম্বর ৩১ তারিখের মধ্যে। ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মাসিক চাঁদাসহ সকল প্রকার বকেয়া পরিশোধিত না থাকলে ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত হবেন। ধারাবাহিক ২৪ মাস চাঁদা বকেয়ার কারণে অনুচ্ছেদ (৫) : ধারা-৬ এর (গ) যাদের সদস্যপদ 'স্থগিত' হবে তারা সংগঠন ব্যয়িত অনুষ্ঠান যেমন-বার্ষিক সাধারণ সভা, অভিষেক এবং ইফতার পার্টিতে নির্বাহী কমিটির অনুমতি ব্যতিত উপস্থিত হতে পারবেন না ।

(ঞ) সংযোজিত উপধারা (২০১৬ সাল):

(মৃত্যুর অনুদান) সদস্য মৃত্যুর তারিখ হতে এবং পঙ্গু অনুদান নির্বাহী কমিটির চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিন হতে ৯০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মৃত্যু ও পঙ্গুর অনুদান ৯০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতি ৯০ দিনের জন্য ১০ ডলার জরিমানাসহ বকেয়া

অনুদান পরিশোধ করতে হবে। জরিমানার অর্থ মৃত ও পঙ্গু সদস্যের নমিনি পাবেন।

ধারা-৪: দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) কোষাধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করে নিয়মিত মাসিক চাঁদা পরিশোধ করা যাবে ।

খ) কোন সদস্যের নাম, ঠিকানা অথবা টেলিফোন নাম্বার পরিবর্তন হলে উক্ত সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদকে ১ (এক) মাসের মধ্যে অবহিত করবেন।

গ) নমিনির নাম ঠিকানা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে কার্যনির্বাহী পরিষদকে লিখিতভাবে অবহিত করবেন।

ধারা-৫: সদস্যপদ বাতিল ও স্থগিত :

ক) সংগঠন পরিপস্থি কার্যকলাপের কারনে সদস্যপদ বাতিল হতে পারে ।

খ) যে কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে লিখিত আবেদন করে সদস্যপদ হতে অব্যহতি নিতে পারেন ।

গ) ধারাবাহিক ২৪ (চব্বিশ) মাস চাঁদা বকেয়া থাকলে সদস্যপদ স্থগিত বলে গন্য হবে। স্থগিতকৃত সদস্যগণ সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা (পঙ্গু ও মৃত্যুজনিত) অনুদান থেকেও বঞ্চিত হবেন।

অনুচ্ছেদ-৬: কার্যনির্বাহী পরিষদ

ধারা-১: কার্যক্রম

ক) সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হবে ।

খ) সংগঠনের সম্পদ সংরক্ষন বহি যথাযথভাবে সংরক্ষন করতে হবে। (উল্লেখ্য চাঁদা ও অনুদান আদায়ের প্রতিটি রশিদ বইয়ের ক্রমিক সংখ্যা উল্লেখ থাকতে হবে) ।

গ) সদস্যদের নমিনির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার যথাযথভাবে সংরক্ষন করা ।

ধারা-২: যোগ্যতা ও কার্যকাল :

ক) যে কোন বৈধ সদস্য যার সদস্যপদের মেয়াদ ২ বৎসর উর্ত্তীণ হয়েছে কেবল মাত্র সেই সকল সদস্য কার্যকরী পরিষদের যে কোন পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন ।

খ) কার্যকরী পরিষদের সদস্যগন সাধারণ সদস্যদের ভোটে এক বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন ।

ধারা-৩: পরিষদ (সংযোজিত ২০১৬ সাল):

কার্যনির্বাহী পরিষদের দুটি সম্পাদক পদ যথাক্রমে দপ্তর ও প্রচার, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদক আলাদা করে দুটি সম্পাদক পদ এবং আরও দুটি নূতন নির্বাহী সদস্যপদ সৃষ্টি করে মোট ৪টি পদ সহ সর্বমোট ১৫ সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে ।

পদগুলো হলো যথাক্রমে,

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা
১	সভাপতি	১জন
২	সহ সভাপতি	১জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	১জন
৪	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	১জন
৫	সাংগঠনিক সম্পাদক	১জন
৬	কোষাধ্যক্ষ	১জন
৭	যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ	১জন
৮	দপ্তর সম্পাদক	১জন
৯	প্রচার সম্পাদক	১জন
১০	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১জন
১১	ক্রীড়া সম্পাদক	১জন
১২	সদস্য	৪জন
	সর্বমোট	১৫ জন

ধারা-৪: কার্যনির্বাহী পরিষদের কোরাম:

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম গঠিত হবে ।

ধারা-৫: কার্যনির্বাহী পরিষদের কার্যবিধি:

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের মতামতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যদি কোন কারনে

সভাপতি সেই সিদ্ধান্তে একমত না হন, তাহলে সভাপতি পরবর্তী ২য় সভায় যে কোন অবস্থাতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে ।

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্যকে অর্থ কেলেঙ্কারী জনিত কারণে কারন দর্শানো নোটিশ প্রদান পূর্বক অব্যাহতি দেয়া যাবে ।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য পরপর ৩ (তিন) টি মাসিক সভায় লিখিত কারণ বা অনুমতি ব্যতিত অনুপস্থিত থাকলে তাকে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান পূর্বক অব্যহতি দেয়া যাবে ।

ঘ) সকল প্রকার নিয়োগ এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য লিখিতভাবে নিয়োগ বা ক্ষমতা প্রদান করতে হবে ।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সদস্য কোন সিদ্ধান্তে একমত না হলে মিউনিটস বুক-এ তার মতামত লিপিবদ্ধ করতে পারবেন ।

ধারা-৬ঃ সভাপতির কার্যবিধি

ক) তিনি সংগঠনের সর্বাধিক কার্যকলাপের ব্যবস্থা করবেন ।

খ) সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন ।

গ) প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা এবং বিশেষ সভা আহ্বান করবেন ।

ঘ) সদস্যদের যে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করবেন ।

ধারা-৭: সহ-সভাপতির কার্যবিধি

ক) সভাপতির অনুপিস্থিতিতে সহ-সভাপতি সভাপতির সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

খ) তিনি সংগঠনের বার্ষিক বনভোজনের মূখ্য কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ।

ধারা-৮: সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিধি

ক) সাধারণ সম্পাদক এই সংগঠনের প্রধান সংগঠক, তত্ত্বাবধায়ক এবং সমন্বয়কারীর কাজ করবেন ।

খ) তিনি সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখপাত্র হিসাবে কাজ করবেন ।

গ) তিনি সমস্ত সভাসমূহের কার্যবিবরণী মিউনিস বুক-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

ঘ) তিনি দুই (২) সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত সভার সিদ্ধান্ত সমূহ সকল সদস্যের মধ্যে বিতরন করবেন।

ঙ) তিনি সকল সদস্যদের নমিনির নাম এবং সম্পদ সংরক্ষন বহির রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

ধারা-৯: যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদকের কার্যবিধি

সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সাধারন সম্পাদকের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

ধারা-১০: সাংগঠনিক সম্পাদকের কার্যবিধি

ক) তিনি সংগঠনের সার্বিক স্বার্থে কাজ করবেন ।

খ) তিনি সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে নতুন সদস্যদের পরিচিতের ব্যবস্থা করবেন ।

ধারা-১১:কোষাধ্যক্ষের কার্যবিধি

ক) তিনি সংগঠনের সমস্ত তহবিলের রক্ষক ।

খ) তিনি সংগঠনের সমস্ত আয়-ব্যায়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করবেন ।

গ) তিনি চাঁদা আদায়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবেন ।

ঘ) তিনি চাঁদার জন্য সদস্যদের তাগাদা দিবেন I

ঙ) মৃত্যুর অনুদানের অর্থ কোষাধ্যক্ষের নিকট গচ্ছিত থাকবে। তবে মৃত সদস্যের ফিনারেল বাবদ ব্যয়ের অর্থ (সংগঠনের ফান্ড থেকে নেওয়া) সংগ্রহের সাথে সাথে সোসাইটির মূল ফান্ডে ফেরত প্রদান করতে হবে ।

ধারা-১২: যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষের কার্যবিধি

কোষাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ তার দায়িত্ব পালন করবেন ।

ধারা-১৩: দপ্তর ও প্রচার সম্পাদকের কার্যবিধি

ক) তিনি সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি সমস্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন ।

খ) তিনি সকল প্রকার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করবেন ।

ধারা-১৪: সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সম্পাদকের কার্যবিধি

তিনি সংগঠনের বিভিন্ন বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান, সামাজিক অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং খেলাধুলার আয়োজনে মুখ্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৫: নিবার্হী সদস্যর কার্যবিধি

কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সবসময় সংগঠনের সুষ্ঠ পরিবেশ ও স্থিতিশীল রাখার ব্যাপারে সতর্ক থাকিবেন এবং কার্যকরী পরিষদকে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন ।

অনুচ্ছেদ-৭ঃ সভা

ধারা-১ঃ কার্য্নির্বাহী পরিষদের সভা

ক) সংগঠনের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পাদনের নিমিত্তে কার্যনিবাহী পরিষদ প্রতি মাসে একবার এই সভার আয়োজন করবেন।

খ) সভাপতি প্রতিমাসের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সভা ডাকবেন, তবে সর্বোচ্চ ১৫ (পনের) দিন পর্যন্ত বর্ধিত করতে পারবেন। যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভাপতি / সাধারন সম্পাদক সভা ডাকতে ব্যর্থ হন তাহলে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরের ব্যক্তি পদাধিকার বলে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সভা ডাকবেন ।

গ) সভাপতি প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদের বিশেষ সভা এবং জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সভা সমাপ্ত না হলে ৭২ ঘন্টার মধ্যে বর্ধিত সভা আহবান করতে হবে।

ধারা-২ঃ বার্ষিক সাধারণ সভা

ক) সংগঠনের বার্ষিক সাধারন সভা প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

খ) বার্ষিক সাধারন সভায় বিদায়ী বছরের যাবতীয় কার্যকলাপ এবং হিসাব গৃহিত হবে ।

গ) পরবর্তী বছরের জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট অডিট কমিটি নিয়োগ করতে হবে।

ঘ) সংশোধিত (২০১৬সাল) হয়ে 'ছ' আকারে সংযোজিত এবং 'ঘ' বিয়োজিত ।

ঙ) বার্ষিক সাধারন সভায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করবেন ।

চ) বার্ষিক সাধারন সভায় সিকিউরিটি নিয়োগ দিতে হলে ৫০% সদস্যের স্বাক্ষরিত অনুমতি থাকতে হবে।

ছ) গঠনতন্ত্রের কোন অনুচ্ছেদের ধারা সংশোধন, সংযোজন এবং বিয়োজন করতে হলে বার্ষিক সাধারণ সভার ২ মাস পূর্বে (৬০ দিন) ন্যূনতম ৫ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব সভাপতি কার্যকরী পরিষদ বরাবর পেশ করতে হবে। এরূপ প্রস্তাব পাওয়ার পর সভাপতি সাহেব কার্যকরী পরিষদের সহযোগিতায় ৩ বা ৫ সদস্যের উপ-কমিটি গঠন করবেন। বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের সাথে যাচাই বাছাইকৃত চুড়ান্ত সংবিধান সংশোধনী ও

সংযোজনী প্রতিটি সদস্যকে সরবরাহ করবেন। নির্বাহী কমিটি, উপকমিটির সহযোগিতায় বার্ষিক সাধারণ সভার দিন ব্যালট আকারে প্রস্তুত করে হ্যাঁ/না গোপন ভোটের মাধ্যমে সদস্যদের রায় নিবেন। সভা শেষ হওয়ার পূর্বে ঐ দিন সদস্যদের ফলাফল জানাবেন এবং সংশোধনী, সংযোজন ও বিয়োজন গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদের ধারা ও উপধারায় ক্রমানুসারে সাজাবেন। নব নির্বাচিত কার্য নির্বাহী পরিষদকে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান সহ দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন।

ধারা-৩: বিশেষ সাধারণ সভা

ক) সভাপতি সংগঠনের বিশেষ স্বার্থে কার্যনির্বাহী পরিষদের সংখ্যা গরিষ্ঠের অনুমোদন ক্রমে বিশেষ সাধারন সভা আহবান করতে পারবেন ।

খ) সভাপতি সংগঠনের বিশেষ স্বার্থে কায়নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের অনুমতি ব্যতিত বিশেষ সাধারন সভা আহবান করতে পারবেন তবে এই ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ বৈধ সাধারন সদস্যের স্বাক্ষরকৃত অনুমতি লাগবে।

গ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সংগঠনের বিশেষ স্বার্থে সভাপতির অনুমতি ব্যতিত বিশেষ সাধারন সভা আহবান করতে পারবেন, তবে এই ক্ষেত্রে এক তৃতীয়ংশ বৈধ সাধারন সদস্যের স্বাক্ষরকৃত অনুমতি লাগবে ।

ঘ) বিশেষ সাধারন সভা, বার্ষিক সাধারন সভার ২ (দুই) মাসের মধ্যে আহবান করা যাবে না ।

ধারা-৪: তলবী সভা

ক) সাধারন সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য যদি সভাপতি অথবা সাধারন সম্পাদক বরাবর গুরুত্বপূর্ণ সুনির্দিষ্টি বিষয়ে সাধারন সভা আহবানের জন্য স্বাক্ষর সম্বলিত আবেদন করে তাহলে সভাপতি/সাধারন সম্পাদক ৪(চার) সপ্তাহের মধ্যে সাধারন সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। সভাপতি/সাধারন সম্পাদক যদি সাধারন সভার আয়োজন করতে ব্যর্থ হন তাহলে উল্লেখিত স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে থেকে যে কোন একজন তলবী সভা আহবান করবেন। সভায় সংগঠনের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের উপস্থিতি অবশ্যই থাকতে হবে। এবং উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত যে কোন প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদ মেনে নিতে বাধ্য থাকবে ।

অনুচ্ছেদ-৮: তহবিল

ধারা-১: তহবিল

ক) সদস্যদের মাসিক চাঁদা, বিশেষ চাঁদা ও অনুদানের মাধ্যমে তহবিল গঠিত হইবে ।

খ) সংগঠনের তহবিল নিউইয়র্ক সিটিতে অবস্থিত যে কোন বানিজ্যিক ব্যাংকে গচ্ছিত থাকবে ।

গ) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধক্ষ এই ৩ (তিন) জনের নামে সংগঠনের ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে এবং উক্ত তিন জনের মধ্যে যে কোন ২ (দুই) জনের চেকে স্বাক্ষরের মাধ্যমে ব্যাংক থেকে তহবিল উঠানো যাবে ।

ঘ) জরুরী প্রয়োজন মোকাবেলার জন্য কোষাধক্ষ সর্বোচ্চ ৫০০ (পাঁচশত) ডলার নগদ হাতে রাখতে পারবেন ।

ঙ) কার্যনির্বাহী পরিষদ কার্য পরিচালনা করতে গিয়ে পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের হিসাব সহ কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে, পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদকে পত্রের মাধ্যমে সম্মানের সাথে সমঝোতার জন্য লিখিত ভাবে জানাবেন। যদি পূর্ববর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ কোন রকম সহযোগীতা করতে অপারগতা প্রকাশ করে তাহলে বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

ধারাঃ ২

ক) বার্ষিক বনভোজন, বার্ষিক পূর্ণমিলনী সহ সংগঠনের যে কোন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানে তহবিল হতে কোন প্রকার ভর্তুকী দেয়া যাবে না ।

অনুচ্ছেদ-৯ঃ অডিট কমিটি

ধারাঃ ১

ক) অডিট কমিটি বৎসরে ২ (দুই) বার অর্থাৎ জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত এবং জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন করে

কার্যকরী পরিষদের নিকট পেশ করবেন। কার্যকরী পরিষদ উক্ত রিপোর্ট কপি সাধারণ সদস্যের মাঝে ৩০ দিনের মধ্যে বিতরণ করবেন। যদি না করেন তাহলে অডিট কমিটি সরাসরি ৩০ দিন পর সদস্যদের মাঝে বিতরণ করতে পারবেন।

ধারাঃ ২

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অডিট কমিটিকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবেন। যা অবশ্যই জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে এবং জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অবশ্যই কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে ।

ধারাঃ৩

ক) অডিট কমিটি, অডিট করতে গিয়ে হিসাবের গড়মিল মনে হলে বিগত বৎসর/বৎসরগুলোর হিসাব পুনরায় অডিট করতে পারবেন। তবে এই ক্ষেত্রে বিগত বছর/বছরগুলোর অডিট কমিটির সহযোগিতা নিতে হবে ।

অনুচ্ছেদ - ১০: নির্বাচন

ধারা-১: নির্বাচন কমিশন

ক) সংশোধিত (২০১৬ খ্রি.): সদস্য পদের মেয়াদ ন্যূনতম ২ বৎসরের পুরানো সকল বৈধ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক

এবং কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য যে কোন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য হবেন ।

খ) নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না ।

গ) নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন ।

ঘ) কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশন নিয়োগ দেয়ার পর কোন ধরনের হস্তক্ষেপ অথবা বাতিল করতে পারবেন না ।

ঙ) নির্বাচন কমিশনের কোন বিতর্কিত কার্যকলাপের কারনে সংখ্যাগরিষ্ট বৈধ সদস্যদের স্বাক্ষরকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারবে ।

চ) নির্বাচন কমিশনের নির্বাচন পরিচালনা করার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন কমিশনের সময় মতো সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগীতা করতে বাধ্য থাকবে (বিশেষ করে সঠিক নাম ও ফোন নম্বর) ।

ছ) নির্বাচন কমিশন এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোন জটিলতা সৃষ্টি হলে অবশ্যই দুইপক্ষ বসে সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করবেন

জ) নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের যাবতীয় হিসাব, ব্যবহৃত ও অব্যবহৃত ব্যালট পেপার কার্যনির্বাহী পরিষদের কাছে জমা দেবেন ।

ধারা-২:কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন

ক) কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত হবে। তবে যুক্তি সঙ্গত কারণে কমিশন সর্বোচ্চ ৩০ দিন পর্যন্ত নির্বাচনের তারিখ বর্ধিত করতে পারবেন।

ধারা-৩: নোটিশ

ক) কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনের তফসিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের অন্তত ৩০ দিন পূর্বে কমিশন কর্তৃক প্রকাশ করা হবে।

ধারা-৪: ভোটদাতা

ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভূক্ত সকল বৈধ সদস্য ভোট প্রদানের অধিকারী হবেন।

ধারা-৫: নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা

(ক) সংশোধিত (২০১৬ সাল): সদস্য পদের মেয়াদ ন্যূনতম ২ বৎসরের পুরানো সকল বৈধ সদস্য কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ পদ ব্যতীত অন্য যে কোন পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য হবেন।

(খ) সংযোজিত (২০১৬ সাল) কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে

নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য নিউইয়র্ক সিটি টিএলসি কর্তৃক অনুমোদিত ট্যাক্সি চালনার পেশায় নিয়োজিত থাকতে হবে ।

(গ) সংযোজিত (২০১৬ খ্রি.) কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সহ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অন্য যে কোন পদে নূন্যতম ১ (এক) বৎসরের কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে ।

ধারা-৬: প্রার্থীর প্রতিনিধি

ক) যেকোন প্রতিদ্বন্ধী প্রার্থী ভোট চলাকালীন এবং গণনার সময় ১জন করে প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারবেন ।

ধারা-৭: ব্যালট

ক) গোপন ব্যালট এর মাধ্যমে ভোট গ্রহন করা হবে ।

ধারা-৮: ফলাফল

ক) নির্বাচন কমিশন ভোট গণনা সমাপ্তির সাথে সাথে ফলাফল ঘোষণা করবেন ।

ধারা-৯: ভোট পুনঃগণনা

ক) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত ফলাফলে যে কোন পরাজিত প্রার্থী ফলাফল ঘোষণার ৭২ ঘন্টার মধ্যে নগদ ৫০০ (পাঁচশত) ডলার জামানত দিয়ে পুন:গণনার আবেদন করতে পারবেন ।ভোট

পুন:গণনায় বিজয়ী হলে উক্ত প্রার্থী তার জামানতের অর্থ ফেরৎ পাবেন ।

ধারা-১০: ক্ষমতা হস্তান্তর:

ক) নির্বাচন সম্পন্ন এবং ফলাফল ঘোষনার ২ (দুই) সপ্তাহের মধ্যে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে হবে ।

খ) অভিষেক অনুষ্ঠানের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে বিদায়ী কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে সমস্ত হিসাব, নথিপত্র এবং সম্পদ বুঝিয়ে দিতে হবে ।

অনুচ্ছেদ-১১ঃ অনুদান

ধারাঃ ১

ক) প্রত্যেক সদস্য মৃত সদস্যের নমিনিকে এককালীন ১০০ (একশত) ডলার অনুদান প্রদান করবেন ।

ধারাঃ ২

ক) প্রত্যেক সদস্য স্থায়ীভাবে পঙ্গু সদস্যকে এককালীন ৫০ (পঞ্চাশ) ডলার অনুদান প্রদান করবেন ।

ধারাঃ ৩

ক) প্রত্যেক সদস্যের নমিনির নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর রেজিষ্টার খাতায় লিপিবদ্ধ থাকবে ।

ধারাঃ ৪

ক) (সংযোজিত ২০১৮) যে সকল সদস্য বর্তমানে পঙ্গুত্ব অনুদান গ্রহন করেছেন অথবা পঙ্গুত্ব অনুদান গ্রহন করবেন সেই সকল

সদস্যের মৃত্যুর পর তার নমিনীকে ১০০ (একশত) ডলারের পরিবর্তে ৫০ (পঞ্চাশ) ডলার মৃত্যু অনুদান প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ-১২ঃ বিলুপ্তি

ধারাঃ ১

ক) সংগঠনের তিন চতুর্থাংশ সদস্য যদি মনে করেন যে, এই সংগঠনের আর প্রয়োজন নাই, তাহলে সভাপতি 'বিলুপ্তি' আলোচ্য বিষয় উলেখ করে ১ (এক) মাসের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। উক্ত সভায় তিন চতুর্থাংশ সদস্যের উপস্থিতি কোরাম গঠন করবে। সভায় উপস্থিতি দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের হাঁ সূচক ভোটে সংগঠনের বিলুপ্তি ঘটবে ।

ধারাঃ ২

ক) সংগঠন বিলুপ্তির পর এর তহবিল ও সম্পত্তি যে কোন সেবা মূলক প্রতিষ্ঠানে দান করতে হবে।

মুদ্রণ ২০২৩